# হিন্দুত্বের মুখ

ঋিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়



হিন্দুধর্ম এবং 'হিন্দুত্ব' শব্দগুলো প্রায়ই - সম - অর্থে ব্যবহৃত হয়। ট্রাম বাস ট্রেন কিংবা ঘরোয়া বৈঠকের সাধারণ আল াপচারিতায় তো বটেই, এমনকি সুপ্রীম কোর্টও শব্দগুলোকে অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেন।
মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মনোহর যোসী ২৪ এপ্রিল, ১৯৯১ তারিখে এক 'নির্বাচনী জনসভায় মহারাষ্ট্রে প্রথম হিন্দুর াষ্ট্র গঠিত হবে' ----এমন ঘোষণা করেন। নির্বাচনী জনসভায় এই ধরনের সাম্প্রাদিয়ক ঘোষণার ফলে ভারতীয় জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ক্ষুণ্ণ হচ্ছে কিনা --- তার মীমাংসার জন্য যে মামলা হয়, তারই রায় দিতে গিয়ে সুপ্রীম কোর্টের বিচ ারপতি জে. এস. ভার্মা ১১ ডিসেম্বর ' ৯৫ তারিখে যে পর্যবেক্ষণ রাখেন. তা হল ঃ
"সাধারণভাবে হিন্দুত্ব বলতে জীবনচর্চার একটি ধারা বা মনের কোনো বিশেষ অবস্থাকে বোঝায় এবং একে (হিন্দুত্বকে) হিন্দু মৌলবাদের সঙ্গে সমীকৃত করা যায় না।
এরপরই বিচারপতি ভার্মা 'হিন্দুত্ব' ও 'হিন্দুয়িজম্' বা 'হিন্দুধর্ম' শব্দদ্বয় একই অর্থে প্রয়োগ করেন। 'হিন্দুয়িজ্ম' ব্যবহার করা হয় ।এমনকি 'হিন্দুত্ব' অথবা 'হিন্দুয়িজম' এমন বাক্যবন্ধও ব্যবহৃত হয় সেই পর্যবেক্ষণে।
যাই হোক বিচারপতি ভার্মার পর্যবেক্ষণ - ই শেষ কথা নয়। কিন্তু হিন্দুত্বের পাণ্ডারা এই রায়কে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়েছেন । তাঁর মনে করছেন এই রায়ের ফলে হিন্দুত্বের আদর্শ বেশ কিছুটা জমি পেয়ে গেল। হিন্দুত্বকে হিন্দুধর্মের সাথে অভিন্ন দেখানোর ফলে হিন্দুত্বের পরিধির বাইরে হিন্দুধর্মাবলম্বী বহু মানুষকে দলে টানা যেতে পারে। ইত্যাদির ইত্যাদি।
কিন্তু সত্যিই কি হিন্দুত্ব আর হিন্দুধর্ম অভিন্ন ? না কি হিন্দুত্বের আধুনিক ধারণা ভিন্নতার কোনো অনুষঙ্গ বহন করে ?
'হিন্দুত্ব' শব্দের আভিধানিক অর্থ হিন্দুর আচার, হিন্দুয়ানি। কারা হিন্দু ? অভিধান বলছে ঃ
১. সিন্দুনদের পরপারস্থ দেশের অধিবাসী ; শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদির মতাবলম্বী ভারতীয় জাতিবিশেষ।
২. হিন্দুধর্মাবলম্বী জন। (ধর্ম্ম --- হিন্দুশাস্ত্রবিহিত আচারাদি বিষয়ক ঐহিক পারলৌকিক কর্মকাণ্ড)

পারস্যবাসীর উচচারণে সিন্ধুনদের পরপারস্থ দেশের অধিবাসীরা হিন্দু। তাদের ধর্মই হিন্দুধর্ম। যাযাবর আর্যরা প্রথমে ছিল নিছক প্রকৃতির উপাসক। পরে তারা সভ্যতা গড়ে তোলে। আর্যসংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যায় প্রাক্-আর্য বা অনার্য ভ ারতীয় তৈরী হয় প্রতিত্রিয়াশীল নৈতিক ও সামাজিক আচারবিধি। কর্মভিত্তিক বর্ণাশ্রম ধীরে ধীরে জন্মভিত্তিক কঠোর জা তিভেদে পরিণত হয়। বৈদিক যাগযজ্ঞ, হোম, পূজার সঙ্গে মিশতে থাকে লোকাচার। শৈব,বৈষ্ণব ইত্যাদি ইত্যাদি আচ ারপন্থী ধর্মীয় শাখার পাশাপাশি কবীরপন্থী, বাউল প্রভৃতি সহজিয়া সাধনার ধারা তৈরী হয় ।জন্ম নেয় তন্ত্রসাধনা। বনব াসী আদিবাসীদের লৌকিক দেবদেবীও ঢুকে পড়তে থাকে হিন্দুধমের মূলস্রোতে। পাশাপাশি দর্শনের নানা শাখার উদ্ভব ও বিকাশের মধ্য দিয়ে বিমূর্ত চিন্তার প্রসার ঘটে। এত সব মিলিয়ে হিন্দুধর্ম ।একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক ও প্রতিত্রিয়াশীল স্বৈরাচ ারী, সহাবস্থান ও বিভেদকামী, কঠোর ও নমনীয় হিন্দুধর্মের উদ্ভব ওবিকাশ ঘটেছে হাজার হাজার বছর ধরে নানা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। তাই হিন্দুধর্মকে একটি বিশেষ ধর্ম আখ্যা দেওয়া যায় কিনা তা নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। তার অন্যতম কারণ হিন্দুধর্মের ব্যাপ্তি, বিশালতা ও বৈচিত্র্য।

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন হিন্দুধর্মকে একটি গাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যে গাছ বীজ থেকে ক্রমশঃ বিকশিত হয়েছে মহীহে । তাঁর কথায় ঃ

"Hinduism is a product of many cultures. …… Every kind of religious act, from the sacrifices of Vedic Aryans to the rituals of animistic tribes can be absorbed in the body of Hindu Practices."

হিন্দুর বহু ঈশ্বর। একমেবাদ্বিতীয়ম্। ব্রহ্ম থেকে লৌকিক দেবদেবী পর্যন্ত । ফলে ভগবৎ সাধনার পথও বহু। এই নানা পথের পথিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতের ইতিহাস যেমন সত্য, তেমনই সত্য সাধারণভাবে বিদ্যমান পারস্পরিক সহনশীলতা। পরমতসহিষ্ণুতা হিন্দুধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

"Within Hinduism as it exists there is an almost unbelievable tolerance of vanities of both belief and practice India the social structure of Hinduism can be found philosophical mistics, who have no belief in personal duties, Pluralists ranging form crude animists, mainly interested in local godlings, to polythists.., and between these two extremes, forever monotheists, who addresses their devotion to single god." (A. C. Bougnet)

হিন্দু ধর্ম অনুসারে জ্ঞান, কর্ম বা ভক্তির পথে ঈশ্বর লাভ হয়। কিন্তু পথগুলি আলাদা হলেও তাদের লক্ষ্য এক ঃ

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চা।
চিনাং বৈচিত্র্য দৃনুকুটিল নানা পথ মুষাং
নৃণামেকো গমস্ত্মসি পয়সামর্ণব ইব।

''বেদত্রয়, সাংখ্যা, যোগ, পশুপতিমত এবং বৈষ্ণব প্রমুখ বিভিন্ন শাস্ত্র বিষয়ে 'ইহাই শ্রেষ্ঠ এবং উহাই শুভকর' এইরূপ বুদ্ধি আছে বলিয়াই লোকে নিজ নিজ চির বৈচিত্র্যহেতু সরল ও বক্র নানাপথ অবলম্বন করে ; তথাপি নদীসমূহের যেমন সমুদ্রই কেমাত্র গতি, তেমনি তুমিও সকল মানুষের একমাত্র গতি।

এই বৈচিত্র্যপূর্ণ, পরমতসহিষ্ণু 'নানা' ধর্মের সঙ্ঘ বা সমবায়'(সুনীতি চট্টোপাধ্যায়)স্বরূপ ধর্মমতটি যাঁরা মেনে চলেন তাঁরাই হিন্দু। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় হিন্দুর যে সব গুণাবলী নির্দেশ করেছেন তার অন্যতমঃ

''সকল ধর্মের প্রতি উদার সহানুভূতি থাকা চাই; এবং তাঁহাকে এই মত স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, সকল প্রকার আধ্যাত্মিক অনুভূতিই সত্য ; এবং নিজ নিজ দেশ, কাল ও জাতির সম্পর্কে সেই সমস্ত বিভিন্ন অনুভূতিঅবশ্যম্ভাবী ; অধিকন্তু তাঁহাকে ইহাও মানিতে হইবে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ধর্ম বা আচার অপরের ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে, ততক্ষণ ইহাকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করা পাপ। যদি তিনি সকল প্রকার ধর্মের সম্মেলনের অথবা সংমিশ্রণের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আস্থা পোষণ না করিতে পারেন, তবে একান্তপক্ষে একটি ধর্মমত বজায় রাখিয়া অপরগুলিকে নিশ্চিহ্ন করা অপেক্ষা বরং সকল ধর্মই স্বাধীনভাবে স্ব স্ব স্থানে অক্ষুণ্ণ থাকুক, এই মত তাহাকে মানিয়া চলিতে হইবে।

যারা বাবরি মসজিদ ভাঙে, মিশনারিকে পুড়িয়ে মারে, খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিনীদের ধর্ষন করে, আচার্যের এই মত অনুসারে তারা কি হিন্দু ? পাঠক বিচার করবেন।

আচার্য্য সুনীতিকুমার ''ভারতের হিন্দু জনসংঘের মধ্যে বিদ্যমান কতগুলি আদর্শ ও মনোভাব'' --কে ''এককথায় হিন্দুত্ব'' বলেছেন। তাঁর মতে ''হিন্দুত্বের লক্ষণ বা সংজ্ঞা প্রতিষ্ঠা এই ভাবগুলি লইয়া ঃ

(১) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিদৃশ্যমান জগতের পিছনে একটি শাশ্বত সত্য বিদ্যমান আছে, এই আস্থা বা বিশ্বাস বা উপলব্ধি--- সৎ, চিৎ ও আনন্দ, এই সত্তার অপরিহার্য গুণ বা লক্ষণ ; মানুষ নিজ জীবনে জ্ঞান অথবা অনুভূতি দ্বারা এই সত্তার পরিচয় লাভ করিতে পারে।

(২) পৃথিবীতে, বিশেষ করিয়া মানবজীবনে, যে দুঃখ আছে, তাহার নিরসনের পথ নির্ণয়ের চেষ্টা।

(৩) মানব এবং বিশ্বপ্রপঞ্চ শাশ্বত সত্তার সহিত সংযুক্ত, মানব বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন বস্তু বা পদার্থ নহে, সে বিশ্বেরই অংশ, যে বিশ্বের মধ্যে পরমাত্মা বা শক্তি বা ঋত অর্থাৎ শাশ্বত সত্তা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রহিয়াছে, ইহার মধ্যে কার্য করিতেছে।
(৪) শাশ্বত সত্তার উপলব্ধি মানবের পক্ষে একমাত্র পুষার্থ, এবং এই পুষার্থ সাধনের পথ এক নহে, বহু ; শাশ্বত সত্তা বহু প্রক াশময়।
আচার্য আরও বলেছেন ঃ
"হিন্দুত্ব একটি বিশিষ্ট ধর্মমতকে আশ্রয় করিয়া নহে ; 'যত মত তত পথ' ইহাই হইতেছে ইহার এক লক্ষণীয় আদর্শ। এবং ঃ
"সব মানুষকে একটি বিশিষ্ট ধর্মমতের অধীনে আসিতেই হইবে, ঈশ্বর বা শাশ্বত সত্য সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট ধারণা তাহাকে পোষণ করিতেই হইবে, অন্যথা তাহার মুক্তি নাই---হিন্দুত্ব এরূপ বিচারকে স্বীকার করে না, বরং এরূপ বিচারকে অশ্রদ্ধেয় এবং অগ্রাহ্য বলিয়া মনে করে।
আচার্য বর্ণিত হিন্দুত্বের এই 'সংজ্ঞা বা লক্ষণ' হিন্দুধর্মের মূল আদর্শ অনুসারী। পাশাপাশি আমরা সাভারকার --- হেডগেওয়ার--- গোলওয়ালকার নির্দেশিত এবং সঙঘ পরিবার অনুসৃত আধুনিক হিন্দুত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝার চেষ্টা করব।
১৯২৩ সালে হিন্দু মহাসভার নেতা, প্রাক্তন বিপ্লবী ভি.ডি. সাভারকার আন্দামানের সেলুলার জেল থেকেএকটা পুস্তিকা প্রকাশ করেন। নাম ঃ 'হিন্দুত্ব ঃ হিন্দু কে ?' সাভারকারের এই পুস্তিকায় আধুনিক হিন্দুত্ব ধারণার উদ্ভব। এক্ষেত্রে 'হিন্দুত্ব' শব্দটি শুধুমাত্র হিন্দুধর্মকে নির্দেশ করে না। ধর্মীয় ধারণার পাশাপাশি 'হিন্দুত্ব' শব্দটি সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, জাতীয় অথবা রাজনৈতিক অনুষঙ্গ বহন করে। সাভারকার বর্ণিত 'হিন্দুত্ব' সমস্ত হিন্দুর রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক এবং ধর্মীয় চেতনার দ্যোতক।
সাভারকার লিখেছেন ঃ "হিন্দুত্ব শুধুমাত্র একটা শব্দ নয়, এক ইতিহাস। কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় ইতিহাস নয়, স ামগ্রিক ইতিহাস হিন্দুধর্ম হিন্দুত্বের অংশ মাত্র, ডেরিভেটিভ। হিন্দুত্বকে পরিষ্কার ভাবে না বুঝলে হিন্দুধর্মকে ছোঁয়া যায় ন া।
যে ইতিহাসের মধ্যে হিন্দুর হিন্দুভাব গড়ে উঠেছে, সেই ঐতিহাসিক সামগ্রিকতাকেই সাভারকার 'হিন্দুত্ব' বলতে চাইছেন। সাভারকার প্রণীত হিন্দুত্বের এই সংজ্ঞায় লুকিয়ে রয়েছে হিন্দুর একটি সংস্কৃতি, এক সভ্যতা এবং একই ইতিহাসের প্রাক্‌ধ ারণা। এই ধারণার মধ্য দিয়ে হিন্দু সাধারণীকরণের প্রক্রিয়া শু। হিন্দু এক জাতি, এক প্রাণ ; তারা একই ইতিহাস ও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত---- এই তত্ত্বের সংহত রূপ 'হিন্দুত্ব'।
অন্যদিকে বহু মত ও পথের সহাবস্থান হিন্দুধর্মেই মূল বৈশিষ্ট্য । হিন্দুধর্ম নানা সংস্কৃতির মিলনমেলা । ধর্মমত ও পথের পাশ াপাশি ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও ভাষাগত বিভিন্নতার কারণে হিন্দুসমাজে ব্যাপক সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রয়েছে। 'হিন্দুত্ব' এইসব বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে একীকরণে বিশ্বাসী।
সাভারকার আরও বলেছেন ঃ "একজন হিন্দু বলতে বোঝায় সেই মানুষটিকে যিনি 'আসিন্দুসিন্ধু' অর্থাৎ সিন্দুনদ থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতভূমিকে তাঁর পিতৃভূ মি ও পূণ্যভূমি হিসাবে স্বীকার করেন।
পিতৃভূমি অর্থাৎ জন্মভূমি । একজন মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে যে দেশের নাগরিক, যে দেশে তিনি এবং তাঁর পূর্বপুষগণ জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই দেশ তাঁর পিতৃভূমি । (লক্ষনীয় মাতৃভূমি নয়। কারণ, হিন্দুত্ববাদীরা জন্ম থেকেই পুষতন্ত্রের উপ াসক। তা ছাড়া শব্দটা হিটলার এবং ফ্যাসিস্ত জার্মানীকে মনে করায় না ?) পূণ্যভূমি অর্থে সেই দেশকে বোঝাবে যে দেশে তিনি যে ধর্মে বিশ্বাসী সেই ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। ভারতীয় হিন্দুর পিতৃভূমি ও পুণ্যভূমি উভয়ই ভারতবর্ষ। সেই অর্থে একজন বৌদ্ধ বা শিখও হিন্দু। কিন্তু ভারতীয় মুসলমান বা খ্রীষ্টানের পিতৃভূমি ভারতবর্ষ হলেও তাঁদের পুণ্যভূমি অ ালাদা --- যথাক্রমে আরব ও প্যালেস্টাইন--- তাই স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা হিন্দু নন।
এমনকি তাঁরা ভারতীয়ও নন। করণ, "হিন্দুরাই ভারতীয়" (গোলওয়ালকার) ('হিন্দুস্তান হিন্দু কা, নাহি কিসি বাপ কা' --- আর. এস. এসের স্লোগান এই প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ)। তাছাড়াও "ভারতীয় জাতীয় জীবনের মূল্যবোধ হিন্দু জীবনচর্যা থেকে উদ্ভূত," কারণ, "হিন্দু চিরকাল ভারতের জন্য উৎসর্গীকৃত এবং ভারতের সম্মানকে উচ্চে তুলে ধরবার জন্য এবং

এই দেশের প্রগতির জন্য জীবনপণ করতে প্রস্তুত।

সাভারকারের পিতৃভূমি- পূণ্যভূমির সমীকরণকে এইভাবে বিস্তৃত করে গোলওয়ালকার। পিতৃভূমি আর পুণ্যভূমিকে সমীকৃত করে তাকে গৌরবোজ্জ্বল করার মাধ্যমে সাভারকার খুব সূক্ষ্মভাবে হিন্দু জাতীয়বাদের বীজটি রোপণ করেন। পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্য প্রশিষ্য যথা হেডগেওয়ার, গোলওয়ালকার প্রমুখের হাতে তত্ত্বটির বাড়বৃদ্ধিঘটে। হিন্দু জাতীয়তাবাদের মূলকথা হিন্দুরাই খাঁটি দেশপ্রেমিক, কারণ তাদের পিতৃভূমি ও পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ। মূসলমানের দেশপ্রেম সন্দেহজনক, কারণ তাদের পুণ্যভূমি বিদেশে, তাই তাদের বৈদেশিক আনুগত্য অনস্বীকার্য। মুসমানের দেশপ্রেমে অনাস্থা জানানোর সময় ইচ্ছাকৃত ভাবে ভুলে যাওয়া হয় দেশের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ সেই সিপাহী বিদ্রোহের সময় থেকে সুদীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনকালে হাজার হাজার মুসলমান সিপাহী, মুসলমান স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মীর সংগ্রাম ও আত্মদানের কথা।

মুসলমানের ভারতীয়ত্ব অস্বীকার করার জন্য সচেতন প্রয়াসে নানা মিথ্ তৈরী করা হয়েছে। যার অন্যতম হল আগ্রাসী, বিদেশী মুসলমান শক্তি বারবার পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আক্রমণ চালিয়ে এদেশের সম্পদ লুঠ করেছে, নষ্ট করেছে এই পুণ্যভূমির পবিত্রতা । তখন একমাত্র হিন্দুজাতি ভারতের অখণ্ডতা ও পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে সংগ্রাম করেছে ওই বর্বর শক্তির বিদ্ধে। ভারতে ইতিহাসের মূল চালিকাশক্তিই হচ্ছে মুসলমানের বিদ্ধে হিন্দুর এই সহস্র বৎসরব্যাপী দীর্ঘ সংগ্রাম।

পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞগণ বারবার এইসব বানানো মিথ্ কিংবা ইতিহাসের বিকৃতির অযৌক্তিকতা, অসারতা প্রমাণ করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন মুসলমান রাজশক্তির ক্ষমতার স্তম্ভই ছিল হিন্দু আমলা এবং হিন্দু সৈন্যবাহিনী।মুসলমান সম্রাট বা হিন্দু আমলা বা হিন্দুসামন্তপ্রভুর ঐর্যবিলাসের ব্যয়ভার মেটাতো প্রজাসাধারণ --- হিন্দু, মুসলমান উভয়ই। সোমনাথমন্দির ভাঙার মতো দু' একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ইতিহাসের মূলস্রোত নয়। ইতিহাসের চালিকাশক্তি সাধারণ মানুষ আর ক্ষমতার শীর্ষে যারা অধিষ্ঠিত তাদের সম্পর্ক এবং এই দুই চরমবিন্দু মধ্যবর্তী নানাস্তর বিন্যাস, পারস্পরিক সম্পর্ক, জটিলতা ও বিরোধের ক্ষেত্রে ধর্মের থেকে বড় হয়ে দাঁড়ায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান। মুসলমান সম্রাট নিশ্চয়ই মুসলমান চাষীকে ভাই বলে আলিঙ্গন দেননি বা হিন্দু রাজা হিন্দু তাঁতীকে। বরং মুসলমান সম্রাট হিন্দু নৃপতিকে করেছেন সেনাধ্যক্ষ। তাঁর সাহায্যে সাম্রাজ্যের গণ্ডী বাড়িয়েছেন, ক্ষমতারস্বাদ উপভোগ করেছেন তারিয়ে তারিয়ে। অন্যদিকে হিন্দু মুসলমান সাধারণ মানুষ সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের পরিবেশে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করেছেন, সৃষ্টি করেছেন সমন্বয়মূলক ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং প্রয়োজনে একযোগে রাজশক্তির (হিন্দু কিংবা মুসলমান) বিদ্ধে লড়াই করছে। নৃতত্ত্ববিদ্যার গবেষণায় দেখা যায় গরীব মুসলমানের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিল রয়েছে নিম্নবর্ণের শোষণ ও অত্যাচার, ইত্যাদি নানা কারণে এবং সামাজিক মর্যাদা পাবার আশায় নিম্নবর্ণের হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়েছেন। (যদিও তাতে তাঁদের দারিদ্র ঘোচেনি কিংবা তাঁরা উচচশ্রেণীর মুসলমানের সমগোত্রীয় হতে পারেন নি)। কালকের হিন্দুই আজকের মুসলমান। কিন্তু হায় ! নিরক্ষরতার দেশে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য মাটি অবধি পৌঁছায় না। হাতে গরম, আবেগসর্বস্ব উস্কানীমূলক স্বর ও বিকৃত ইতিহাসই বাজার পায় ---বিশেষতঃ দৃশ্যশ্রাব্য মাধ্যমের সর্বজনীনতার যুগে।

পিতৃভূমি- পুণ্যভূমি সমীকরণ এবং ইতিহাসের এই বিকৃতি থেকে গোলওয়ালকার সিদ্ধান্ত টানলেন হিন্দু কখনও ভারতবিরোধী, জাতীয়তাবিরোধী হতে পারে না। ভারতীয়(তথা হিন্দু)জাতীয়তার বিপদসূচক শক্তিগুলি হলঃ

(ক) মুসলমান (খ) খ্রীষ্টান এবং (গ) কমিউনিষ্ট।

কেন ?

"সন্দেহ নেই এরা এ দেশেই জন্মেছে, কিন্তু এরা কি এই দেশমৃত্তিকার প্রতি বিশ্বস্ত? না ।

তাই,

"হিন্দুস্তানের অ-হিন্দু জনগণকে হিন্দুর ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করতে হবে , হিন্দুধর্মকে শ্রদ্ধাসন্মান করতে শিখতে হবে। হিন্দুজাতির আদর্শ গৌরবোজ্জ্বল করা ছাড়া অন্য কোন ভাব তারা মনে স্থানও দিতে পারবে না। এককথায় এদেশে তারা (অহিন্দু) হিন্দুজাতির সম্পূর্ণ অধীনস্থ হয়ে থাকতে পারে। কোন বিশেষ অধিকার এমনকি নাগরিক অধিকারও তারা দাবী

করতে পারবে না।"

অবশেষে স্পষ্টভাবে পিতৃভূমি - পুণ্যভূমি সমীকরণের মৌলবাদী সম্প্রসারণ সমাপ্ত হল। ভারত হিন্দুর দেশ। হিন্দু ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষের এ দেশে কোনোও অধিকার নেই। শুধু তাই নয়, তারা দেশের শত্রু এবং জাতীয়তার বিপদ।

গোলওয়ালকারের এই বক্তব্যের পাশাপাশি আচার্য সুনীতিকুমারের পূর্বোদ্ধৃত, "সব মানুষকে একটি বিশিষ্ট ধর্মমতের অধীনে আসিতেই হইবে.....হিন্দুত্ব এইরূপ বিচার স্বীকার করে না।" ইত্যাদি পড়লে হিন্দুধর্ম এবং আধুনিক হিন্দুত্বের পার্থক্য স্পষ্ট হয়।

গোলওয়ালকারের বক্তব্যের নানা প্রতিধবনি শোনা যায় ঃ

হেডগেওয়ার ঃ "মুসলমানেরা যদি রামকে তাদের হিরো বলে মেনে নেয়, তবে সব সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

আর. এস. এস. এর মুখপত্র, অর্গানাইজার ঃ "মুসলমানদের মানতে হবে যে পাকিস্তান যেমন মুসলমানদের দেশ, ব্রিটেন খ্রীষ্টানদের, তেমনই ভারত হিন্দুর দেশ।

বিশ্বহিন্দুপরিষদের ধর্মসংসদ ঃ "মুসলমান ও খ্রীষ্টানদেরও হিন্দুবৃত্তে আনা যায় যদি তারা তাদের বৈদেশিক আনুগত্য অস্বীকার করে।"

কোন তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী ইতিহাসচেতনা বা জীবন সম্পর্কে কোন গভীর উপলব্ধির ওপর দাঁড়িয়ে নেই হিন্দুত্বের আধুনিক ধারণা। উচচবর্ণের উচচবিত্ত ও মধ্যবিত্ত হিন্দুর একাংশের সাম্প্রদায়িক মানসিক গঠন হিন্দুত্বের উৎসভূমি ও কর্ষণভূমি। হিন্দু, অহিন্দুর পারস্পরিক সম্পর্ক, দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে কতগুলো মনগড়া ধারণা এবং সংকীর্ণ মনোভাবজাত পরমত-অসহিষ্ণুতা ও ঘৃণা হিন্দুত্বের মূল স্তম্ভ।

সাভারকার আধুনিক হিন্দুত্বের উদ্ভাবক, হেডগেওয়ার সংগঠক এবং গোলওয়ালকার তার তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক সংহতিসাধক। গোলওয়ালকার হিন্দুত্ববাদীদের গুজি। এই গুজিরও গু হিটলার। ফ্যাসিস্ট জার্মানী তাঁর পথপ্রদর্শক ঃ

"জাতি এবং সংস্কৃতির বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে সেমেটিক ইহুদীদের নিশ্চিহ্ন করে জার্মানী আজ দুনিয়া কাঁপিয়েছে। .....জার্মানী দেখিয়েছে মূলগত প্রভেদ থাকলেও বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতিকে কি ভাবে একটি সামগ্রিকতায় একীভূত করা যায়। আমাদের হিন্দুস্তানের কাছে (এটি) একটি লাভজনক শিক্ষা। (রড় হরফ লেখকের)।

হিটলারের মতো গোলওয়ালকারও সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের ধারণা এনেছেন। ধারণাটা খুব স্পষ্ট নয়।মোটামুটিভাবে, একই রক্ত যাঁদের ধমনীতে বইছে বা একই পূর্বপুষের সন্ততি (যেমন হিটলারের নার্ডিক) কিংবাএকই ধর্মমত পোষণ করেন যাঁরা, অর্থাৎ সম - আবেগ অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ (যেমন হিন্দু), পৃথিবীর যে কোন দেশেইবাস কন না কেন, তাঁরা একই জাতি। সারা পৃথিবীর সমস্ত হিন্দু একই সংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বহন করে। তাঁদেরশত্রুও এক---মুসলমান বা খ্রীষ্টান, ব্রিটিশ বা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নয়।

আধুনিক যুগে স্বীকৃত রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের সঙ্গে গোলওয়ালকারের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের মৌলিক প্রভেদ বর্তমান। রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ অনুসারে একটি রাজনৈতিক সীমারেখা অন্তর্ভূক্ত দেশে জাতি - ধর্ম-বর্ণ- সংস্কৃতি-নির্বেশেষে সমস্ত মানুষ একটিই জাতি বা নেশন গঠন করে । যেমন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সীমানার মধ্যে বসবাসকারী নাগরিকগণ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-সংস্কৃতির বিভিন্নতা সত্ত্বেও ভারতীয় । ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতে এই রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু গোলওয়ালকারের মত অন্য ঃ

"আমাদের জাতীয়তার ভিত্তি যে রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ এবং (ব্রিটিশ নামক) সাধারণ বিপদ, তা ধনাত্মক ও উৎসাহব্যঞ্জক বাস্তব হিন্দুজাতীয়তাবাদী আদর্শ থেকে সরিয়ে আনে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনগুলিকে মূলতঃ ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে পরিণত করে। দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদ বলতে ব্রিটিশের বিরোধিতাই বোঝাচ্ছে। এই প্রতিক্রিয়াশীল ধারণাটি আমাদের সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম, তার নেতৃত্ব এবং সাধারণ মানুষের ওপর ধবংসাত্মকপ্রভাব সৃষ্টি করেছে।

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে হিন্দুত্ববাদী আর. এস. এসকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অহিংস অসহযোগ ভারত ছাড়ো, আজাদ-হিন্দ্-ফৌজ বা নৌবিদ্রোহের উত্তাল দিনগুলোতে হিন্দুত্ববাদীরা ব্যস্ত থাকে দাঙ্গা সংঘটনে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় হিন্দু মুসলমানের বিরোধমুলক উস্কানি ব্রিটিশের হাত শক্ত করে। তাই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের তীব্র দমনপীড়নের আঁচও

হিন্দুত্ববাদীদের গায়ে লাগে না।
হিন্দুত্ববাদীরা ব্রিটিশবিরোধী ভূমিকা থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছিল সযত্নে। সাভারকারের ব্রিটিশবিরোধী সন্ত্রাসবাদীর ভূমিকা কিংবা কংগ্রেসকর্মী হিসাবে হেডগেওয়ারের কারাবাসের কথা মনে রেখেও বলা যায় যথেষ্ট সাংগঠনিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও আর. এস. এস কোনদিন ব্রিটিশের বিরোধিতা করেনি। বরং গু গোলওয়ালকার ব্রিটিশকে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন এইভাবে।
"(ভারত শাসনকারী) ইংরেজরা সভ্য মানুষ ছিলেন এবং সাধারণত ঃ তাঁরা আইনের শাসনবিধি অনুসরণ করতেন।"
ইংরেজ সভ্যতা ও আইনের শাসনের নমুনা ভারতবাসী দুশো বছর ধরে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। লক্ষ্য করার বিষয় হিন্দুত্ববাদীরা ব্রিটিশবিরোধী না হলেও খ্রীষ্টানবিরোধী । ব্রিটিশের শাসনব্যবস্থার ওপর হামলা চালাতেএরা পিছপা হয় ন া। পুলিশ, মিলিটারি ঘেরা সুরক্ষিত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির জয়গান গাইতে গাইতে হিন্দুত্ববাদীরা সাধারণ খ্রীষ্টান ও মুসলম ানের ওপর হামলা চালায় --- যাদের অধিকাংশই উচচবর্ণের অত্যাচারে ধর্মান্তরিত নিম্নবর্নের হিন্দু।
হিন্দুত্ববাদীরা নিম্নবর্ণের মানুষ---শূদ্র, হরিজন, দলিত, অস্পৃশ্য--- এদের হিন্দু বলে স্বীকার করে না। আবার এদের বাদ দিলে হিন্দুবৃত্ত ছোট হয়ে যায়। এদের পুরো হিন্দু বানাবার জন্য 'শুদ্ধি'র আয়োজন আছে। তবে শুধুমাত্র অন্ত্যজ শ্রেনীকে হিন্দুর মর্যাদা দেওয়ার জন্যই নয়, ধর্মান্তরিত হিন্দুদের ফিরিয়ে আনা বা অন্যধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত করে হিন্দু বানানো --- সবই 'শুদ্ধি'র অন্তর্গত।
হিন্দুত্বের মূল উদ্দেশ্য সংহত, সাম্প্রদায়িক ও স্বৈরাচারী একটি হিন্দু ত্রীড বা ধর্মবীজ রচনার মাধ্যমে হিনদুরাষ্ট্র গঠনের পথ প্রশস্ত করা । "হিন্দু ধর্মের creed নাই"; এবং "creed না মানিলে দল পাকাইতে পারা যায় না ; এখানেই creed ন া থাকায় হিন্দুর সংঘবদ্ধতার অভাব ঘটে, এখানেই সামাজিক জীবনে হিন্দুর দৌর্বল্য।২২ আচার্য সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের এই মত হিন্দুত্ববাদীরা খুব মানে। কিন্তু "creed --এর বালাই নাই বলিয়া পরমার্থ সাধনের পথে হিন্দু মুক্ত;"তাঁর একথ াকে তারা পাত্তা দেয় না।
হিন্দু সংঘবদ্ধতার প্রয়োজনে ১৯২৫ সালে বিজয়াদশমীর দিন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন হেডগেওয়ার। প্রতিষ্ঠাদিবসটি তাৎপর্যপূর্ণ। কথিত আছে, বিজয়াদশমীতে রাম রাবণকে হত্যা করে। রাম যেন হিন্দুসংঘবদ্ধতার প্রতীক অ ার রাবণ অ-হিন্দু ম্লেচ্ছ।
জন্ম থেকেই আর. এস. রামকে হিন্দুর কেন্দ্রীয় দেবতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। হিন্দু সাম্প্রদায়িক অভ্যুত্থান র ামকেন্দ্রিক। প্রমাণ--- রামরথ, রামশিলা, রামজন্মভূমি, রামমন্দির ইত্যাদি। যদিও রাম প্রধানত উত্তর ও উত্তরপশ্চিম ভ ারতের দেবতা। বাঙালীর কাছে রাম মূলতঃ মহাকাব্যের নায়ক। রামপূজো বাঙালীর সাধারণ ধর্ম ঐতিহ্যের অন্তর্গত নয়। আবার দক্ষিণভারতের বহু হিন্দুর কাছে রাম এক অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী রাজা--- হিরো নয়, ভিলেন।
উত্তর ভারতের এই দেবতা তথা মহাকাব্যের নায়কটিকে হিন্দুর সর্বজনীন দেবতা হিসাবে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হিন্দুধর্মের মত ও পথের বৈচিত্র্যের বিলোপ ঘটিয়ে হিন্দু সাধারণীকরণের চেষ্টা। সাধারণীকরণ অর্থে একীকরণ বা আত্মীকরণ নয়। হিন্দুধর্মের বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যের নানা উপকরণ, প্রতীক, দেবদেবীর সমাহারে এক সাধারণ হিন্দুধর্মের প্রচার--- যার কেন্দ্র রামপূজা, গো সেবা এবং অহিন্দুর প্রতি বিদ্বেষ--- এটাই সাধারণীকরণের লক্ষ্য।
হিন্দুত্ববাদীরা রামের মূর্তিকে তিনরূপে বাজারে ছেড়েছেন --- যোদ্ধা রাম, রাজারাম, এবং রামলালা। যোদ্ধা রামের ভ্রুকুটিকুটিল, ভয়াল, ভয়ংকর মুখ। হিংস্র, নিষ্ঠুর চোখ। হাতে ধনুর্বাণ। এই রাম যেন সাভারকারের হুঙ্কার ঃ Militarise Hindudom --এর মূর্ত প্রতীক।
সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজারামের স্মিত, প্রশান্ত মুখচ্ছবি, বরাভয় মুদ্রায় উত্তোলিত. হাত হিন্দুরাষ্ট্র প্রকৃত রামরাজ্য হবে, প্রজারা সুখে শান্তিতে থাকবে এমন আশ্বাসের সংকেত বহন করে। রামের এই দুই রূপ হিন্দুরাষ্ট্রের যথাক্রমে পথ ও লক্ষ্যের রূপক।
রামলালার মূর্তি নির্মানের উদ্দেশ্য হিন্দুরাষ্ট্রকে একটা নাম্যতা প্রদান করা। শিশুরামের নবনীত কোমল দেহ, সরল দুষ্টুমিমাখা চোখ দর্শকের মনে স্নেহ ও বাৎসল্যের অনুরণন তোলে। মনের সেই আর্দ্র পটভূমিতে জেগে ওঠে শিশুটির ভবিষ্যৎ জীবনের বঞ্চনা আর দুঃখের ইতিহাস। ঠিক যেন ভারতবাসী হিন্দু। হিন্দুত্ববাদ অনুসারে যারা এদেশের প্রকৃত ন

াগরিক হয়েও কেবলই বঞ্চনার শিকার। বিদেশী ম্লেচ্ছ শক্তি (মুসলমান ও খ্রীস্টান ) যেন রাবণের মতোই কেড়ে নিয়েছে ত ার সম্পদ, সৌভাগ্য, ঘরের লক্ষ্মী। তাই ম্লেচ্ছশক্তিকে বাহুবলে পরাজিত করে হিন্দুরাষ্ট্র গঠন করা খুব জরী। রামের ত্রির দপের প্রতীকে উগ্রসাম্প্রদায়িক, জঙ্গি হিন্দুজাতীয়তাবাদ এ বার্তাই পাঠাতে চায়।

হিন্দুরাষ্ট্র যতটা না রাজনৈতিক, তার চেয়ে অনেক বেশী ধর্মীয়---সাংস্কৃতিক ধারণা। যে পবিত্র ভূমি (অর্থাৎ ভারতের) সঙ্গে হিন্দু জনগণের শারীরিক ও আবেগমূলক সম্পর্ক আছে, সে-ভূমিই হিন্দুরাষ্ট্র। ম্লেচ্ছরূপ (মুসলমান ও খ্রীস্টান) এ ভূমির পবিত্রতা ও সংহতি বিনষ্ট করতে চায়, তাই তারা হিন্দুরাষ্ট্রের শত্রু। সাম্প্রদায়িক হিন্দুরাষ্ট্রে গণতন্ত্রের স্থান নেই। কারণ, গনতন্ত্র পশ্চিমী ধারণা। ধর্মনিরপেক্ষতা ও একই কারণে পরিত্যজ্য। হিন্দুরাষ্ট্র একটি সর্বনিয়ন্ত্রক, সর্বগ্রাসী, স্বৈরাচারী, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককে বিসর্জন দিতে হবে ব্যক্তির ইচ্ছা, অনুভূতি এ সবেরও কোন মূল্য নেই হিন্দুরাষ্ট্রে। যে কোন আকাঙ্খা, আবেগ হতে হবে সামূহিক--- তবেই তার মূল্য স্বীকার করা হবে। ব্যক্তির চেয়ে বড় পরিব ার এবং পরিবারের থেকে রাষ্ট্র---এই অগণতান্ত্রিক এবং আধুনিকতার সম্পূর্ণ বিপরীতমেতে অবস্থিত তত্ত্বটি হিন্দুরাষ্ট্রের প্রথম সোপান। রাষ্ট্রশক্তির কাছে ব্যক্তির আত্মসমর্পণ এবং রাষ্ট্রত্বের পায়ে ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিলোপ হিন্দুরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ভারতীয় সংবিধানের গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ জলা-ঞ্জলি দিয়ে সঙঘপরিবার দেশকে ফ্যাসিবাদী হিন্দুরাষ্ট্রের পথে নিয়ে যেতে চায়। সে জন্য বহুত্ববাদী হিন্দুধর্মের বৈচিত্র্যের অবসান ঘটিয়ে তাকে সংহত করা জরী ।এই সংহতি প্রচেষ্ট ার অপর নাম হিন্দুত্ব।

সঙঘপরিবার প্রবর্তিত হিন্দুত্বের এই আধুনিক ধারণা মৌলিকভাবেই হিন্দুধর্মের বিরোধী। কারণ ঃ

(ক) হিন্দুধর্ম বহুত্ববাদী। সেখানে ভগবৎসাধনার নানাপথের অস্তিত্ব বর্তমান। হিন্দুত্ব একত্ববাদী।

(খ) হিন্দুধর্ম বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসন্ধানী। হিন্দুত্ব হিন্দুধর্মের বৈচিত্র্যের বিলোপ ঘটিয়ে হিন্দুসাধারনীকরণে বিশ্বাসী।

(গ) হিন্দুধর্মে কোন কেন্দ্রীয় দেবতা বা রিচুয়াল নেই । হিন্দুত্বের কেন্দ্রীয় দেবতা রাম এবং রামপূজা, গো সেবা কেন্দ্রীয় রিচুয়াল।

(ঘ) হিন্দুধর্ম ঘোষিতভাবে অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না। হিন্দুত্ব ঘোষিত ভাবেই ইস্‌লাম ও খ্রীষ্টান ধর্ম বিরে াধী।

(ঙ) হিন্দুধর্ম ঈশ্বরসাধনায় গণতান্ত্রিক 'যত মত, তত পথ' ---এ বিশ্বাসী । হিন্দুত্ব অগণতান্ত্রিক 'এক মত, এক পথ' --এ বিশ্বাসী।

(চ) হিন্দুধর্মে কোন ক্রীড বা ধর্মবীজ নেই, সংঘবদ্ধতা নেই। সংঘবদ্ধতার প্রয়োজনে সৃষ্টি হিন্দুত্বই একটি ক্রীড।

(ছ) রাষ্ট্র গঠন বা রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল হিন্দুধর্মের নয়। হিন্দুত্বের লক্ষ্য সাম্প্রাদায়িক ও স্বৈরাচারী হিন্দুরাষ্ট্র গঠন।

এক কথায় হিন্দুধর্ম প্রাচীন, কিছুক্ষেত্রে উদার, মননশীল একটি ধর্মমত---- বহুশতাব্দীব্যাপী বিবর্তনের মধ্যদিয়ে যার উন্মেষ । কিন্তু হিন্দুত্ব আধুনিক, হীন এবং "সংকীর্ণ, সাম্প্রদায়িক, হিন্দুধর্মীয় গোঁড়ামির একটি স্বীকৃত রূপ।" হিন্দুত্বকে হিন্দুধর্মের একটি মৌলবাদী সংকোচন বলা যায়।

কোন ধর্মই সমালোচনার ঊর্ধে নয়। হিন্দুধর্মও নয়। কিন্তু "হিন্দুত্ব" ও "হিন্দুধর্ম" কোনোভাবেই অভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে ন া। শব্দদুটোর একই অর্থে প্রয়োগ এক মারাত্মক ভ্রান্তি একটি ব্যাধিও বটে। এমন ব্যাধি যা অপারেশনযোগ্য । কখনও কখনও এই ভ্রান্তি সচেতন ইচ্ছাপ্রসূত । হিন্দুধর্মের সমস্ত অনুষঙ্গ হিন্দুত্বের ধারণায় সংস্থাপন এই ইচ্ছাকৃত ভ্রান্তির লক্ষ্য। হিন্দুধর্মাবলম্বী অধিকাংশ মানুষ হিন্দুত্ব বলয়ের বাইরে অবস্থান করেন। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুত্বের সমার্থক প্রয়োগ তাঁদের পক্ষে অপমানমূলক । সেইজন্যই এটি তাঁরা গ্রহণযোগ্য মনে করেন না।



সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com